মূর্ত ঐতিহ্য ও বিমূর্ত ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
অথবা, বাস্তব ঐতিহ্য ও অধরা ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও জলবায়ুগত বিচিত্রতার কারনে ভারতের বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে অসামান্য ঐশ্বর্য। কেবলমাত্র প্রাকৃতিগত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী নয়,সুপ্রাচীন কাল থেকে ধারাবাহিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক আমাদের এই দেশের ইতিহাস নানা রঙে শোভিত। মনুষ্য সৃষ্ট অপরুপ নির্মানমূলক ঐতিহ্যাবলীর পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত ও সমাজ-সভ্যতায় অবিচল ধারায় প্রবাহিত স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যাবলীর জীবনালেখ্য স্বমহিমায় বিরাজিত।

প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলি কেবল বিমূর্তভাবেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একাধিক রূপে প্রকাশিত হয়, একদিকে স্পর্শযোগ্য মূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা Tangible Cultural Heritage এবং অন্যদিকে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা Intangible Cultiural Heritage যেগুলি স্পর্শ করা যায় না -কেবল তার চলমান পরম্পরাগত রূপটি দর্শন করা যায়। মূর্ত এবং বিমূর্ত দুই প্রকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেও আবার নানা ধরন বা প্রকার পরিলক্ষিত হয়।

মূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অর্থাৎ যে ঐতিহ্যগুলোকে চাক্ষুষ

করার পাশাপাশি স্পর্শ করেও দেখা যায়, সেগুলিকে মূলত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে-১) স্থাবর বা স্থানান্তর অযোগ্য বা স্থানান্তর করা সম্ভব নয় এমন ঐতিহ্য, যেমন, কোন সৌধ বা কোন ভবন বা কোন নগর, কোন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ এরূপ built heritage বা নির্মাণমূলক ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য এবং ২) অস্থাবর বা স্থানান্তরযোগ্য ঐতিহ্য যেগুলিকে ইংরেজিতে antiques বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন পুরাবস্তু যেমন মুদ্রা, মূর্তি, অলংকার, ইত্যাদি। ভারতে নানা প্রকারের স্থাবর বা স্থানান্তর অযোগ্য built heritage বা নির্মাণমূলক ঐতিহ্য রয়েছে।

প্রাচীন প্রত্নস্থল-
যেমন,ভীমবেটকা,কালিবঙ্গান,সারনাথ,মথুরা,কুরুক্ষেত্র ,আরিকামেদু,চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতিতে প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কৃতি বা জনপদের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যেগুলি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে ঐতিহ্যবাহী। এগুলি সবই Archaeological Survey of India দ্বারা সংরক্ষিত। আবার ধর্মীয় কারনে নির্মিত স্তুপ, বিহার,চৈত্য,মন্দির, মসজিদ,গীর্জা এবং ধর্মনিরপেক্ষ কারনে নির্মিত ভবন,দূর্গ,প্রাসাদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যগুলিও Heritage Monument রূপে সংরক্ষিত হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল-চম্পারণ বিহার,সাঁচি স্তুপ,সারনাথ স্তুপ,নালন্দা বিহার,পল্লব

গুহামন্দির,মহাবলীপুরম রথ মন্দির, আদিনা মসজিদ,চার মিনার,তাজমহল,আগ্রা ফোর্ট,লাল কেল্লা প্রভৃতি।

ভারতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বা শৈল্পিক বা নান্দনিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্থাবর বা স্থানান্তরযোগ্য ঐতিহ্য বা antique বা পুরাবস্তুগুলি সাধারণভাবে সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়,সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের জাতীয় ও রাজ্য বা আঞ্চলিক স্তরের সংগ্রহশালাগুলিও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতা,ন্যাশনাল মিউজিয়াম নতুন দিল্লি, আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম গোয়ালিয়র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি। এখানে রক্ষিত মূর্তি,মুদ্রা, চিত্র,ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রাচীন,মধ্য ও আধুনিক জীবন-সংস্কৃতির অনন্য পরিচায়ক।

বিমূর্ত ঐতিহ্যের জগতে চলমান পরম্পরাগুলিকে স্পর্শ করা যায় না, এদেরকে কেবল চাক্ষুষ করা যায়, অনুভব করা যায় এগুলিকে Living traditions বা Living Cultures রূপে দেখা হয়ে থাকে। বহু জাতি বর্ণের এই দেশে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্ভার বিপুল, বৈচিত্রেও বহুমুখী। দেশ জুড়ে যুগ যুগ ধরে পালিত উৎসব, মেলা বা কোন সামাজিক আচার ইত্যাদি; প্রদর্শন করা যায় এমন শিল্পকলা যেমন গান, নাচ, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি; বংশপরম্পরায় চলে আসা হস্তশিল্প যেমন

বস্ত্রবয়ন বা ধাতু বা কাঠ বা অন্য কোনো প্রাচীন কারিগরি বা রন্ধনশৈলী; ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন লোকগাথা বা লোককথা দেশে চলমান বা পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সম্ভার বিশাল ও নানা রঙে শোভিত।

ভারতে প্রতি মরসুমে নানা কারণে উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ধর্মীয় উৎসব। ভারতে বসবাসকারী সব ধর্মের মানুষই নানান উৎসব পালন করে থাকে। এই উৎসবগুলিতে প্রার্থনা করা হয়, আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়, নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হয়। যেমন হিন্দুরা হোলি, রামনবমী, দুর্গাপুজা, দশেরা, নবরাত্রি, দিওয়ালী, গণেশ চতুর্থী, পুরম, ইত্যাদি উৎসব পালন করেন, মুসলিমগণ মহরম, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উজ-জোহা, সব-এ-বরাত, শিখরা শুরু পরব, খৃস্টানগণ গুড ফ্রাইডে, ইস্টার, খ্রিষ্টমাস, বৌদ্ধরা বুদ্ধ পূর্ণিমা, জৈনরা মহাবীর জয়ন্তী ইত্যাদি উৎসব পালন করে থাকেন। আবার ধর্মীয় উৎসবের বাইরে ভারতে বহু সাংস্কৃতিক উৎসবও সুদূর অতীত থেকে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসবগুলিতে ধর্মের যোগ কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা পরোক্ষ।

ভারতের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল উৎসব ও মেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতির এই বিশাল দেশে অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টিশীল আচার বা শিল্পকলার প্রবহমানতা রয়েছে- এরূপ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বা চলমান পরম্পরার একটি দিক হল performing arts রয়েছে সংগীত (ভজন,ভাটিয়ালি), নৃত্য (ভারত নাট্যম,কুচিপুড়ি,কথাকলি,ছৌ নাচ) নাটক(নৌটঙ্কি,কাঠপুতলি নাচ), যাত্রা বা থিয়েটার ইত্যাদি সৃষ্টিশীল কলাকৌশল।

বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো উৎপাদনমূলক শিল্প। এই উৎপাদনমূলক শিল্পের মধ্যে পড়ে সুপ্রাচীন কাল থেকে বংশ পরম্পরায় অস্তিত্বমান কারিগরি শিল্প বা হস্তশিল্প। ঐতিহ্যবাহী কারিগরি শিল্প বা হস্তশিল্পের মধ্যে আবার খুব গরুত্বপূর্ণ বয়ন বা বস্তুবয়ন শিল্প, সুতোর কাজ বা এমব্রয়ডারি, কাঠের কাজ, ধাতব কারিগরি, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটা, রন্ধনপ্রণালী  ইত্যাদি।

মূর্ত হোক বা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জাতি বা

মানবগোষ্ঠীর এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রেরণার কাজ করে, উৎসাহ যোগায়। সৃষ্টিশীলতার উৎসের সন্ধান ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়েই সাধিত হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি, কাজ, জীবনচর্যা ও জীবনধারণ, ভাবনা ও মনন সব কিছুরই ধারক ও বাহক রূপে জীবন্ত হয়ে থাকা চলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা পরম্পরাগুলি মূলত ইতিহাসের আলোকময় দিকগুলিকে প্রতীয়মান করে, বর্তমান জীবনে অতীতের ধারাবাহিক প্রবহমানতা ও সম্পর্ককে প্রকাশিত করে। কথাতেই আছে যে it is neither race nor religion but history which holds the relationship এই ইতিহাসকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলির মধ্যে দিয়ে-কি মূর্ত কি বিমূর্ত। UNESCO এর সনদে বলা হয়েছে যে, "Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future generations', ঐতিহ্যকে সংজ্ঞায়িত করে লেখা হয়েছে "expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expression and values", বস্তুতপক্ষে ঐতিহ্য হল irreplaceable sources of life and inspiration.